দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগ

বর্তমান যুগ 'তথ্য বিস্ফোরণের' যুগ। জাতীয় উন্নতিতে ও প্রবৃদ্ধিতে তথ্যের সঠিক প্রবাহ অনস্বীকার্য। উন্নত দেশে বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় উন্নতির প্রবৃদ্ধির প্রায় ৪০% নির্ভর করে তথ্যের প্রবাহের উপর। তথ্য যেমন উন্নয়নে সহায়ক, আবার তেমনি তথ্য পথভ্রষ্টও করতে পারে। আর এই পথভ্রষ্টের হাত থেকে গ্রন্থাগারিক বা তথ্য বিজ্ঞানীরা জনগণকে, শিক্ষাবিদকে ও বিশেষজ্ঞকে সহায়তা করতে পারেন। আর তারই আলোকে প্রয়োজন গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন সেন্টারের। আর সেগুলো চালানোর জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ ও যুগোপযোগী গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানী। আমাদের দেশে এর প্রয়োজনীয়তা এখন অনস্বীকার্য হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে সুষ্ঠু তথ্যের অভাবে অনেক মহৎ পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নামে একটি বিভাগ আছে। আমাদের দেশে ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু ঢাকা ছাড়া আর কোথাও এই বিভাগ নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, এই বিভাগে পড়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী বেকার নেই, একথা গর্ব করে বলা যায়। দিন দিন আরো বেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। গ্রন্থাগার হলো প্রতিষ্ঠানের হৃদয়। অনেক প্রতিষ্ঠান ফার্ম আছে, সেগুলো গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

আমি সারা দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এলাকার কথাই বলছি। এ এলাকাধীনে প্রায় ২৩৫টি উপজেলা, ১৮২টি অবিভুক্ত কলেজ আছে। তাছাড়া আছে ৪০০টি মাদ্রাসা, ২৫ হাজার উচ্চ বিদ্যালয় ও নানা প্রতিষ্ঠান। যেগুলোতে অন্ততঃ একজন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী প্রয়োজন। কিন্তু জরীপের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, মাত্র ৭½% প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আছে। বাকীগুলোতে অদক্ষ লোক। এর জন্য গ্রন্থাগারের সঠিক সাফল্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। একথা ঐ সব গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী মাত্রই স্বীকার করবেন। ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় হতে প্রতিবছর মাত্র ৬০/৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী বের হচ্ছেন। এইভাবে বের হতে থাকলে আগামী ২৫/৩০ বছরেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ একজন করে গ্রন্থাগারিক পাওয়া যাবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৫ সালে বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে তোলা হয়। পরে তা ফিনান্স কমিটিতে ও সিণ্ডিকেটে পাস হয়। কিন্তু এর পরও এক রহস্যজনক কারণে তা বাস্তবায়িত না হয়ে সাংবাদিকতা নামে একটি বিভাগ সেখানে খোলা হচ্ছে। তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মতো একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলায় কর্তৃপক্ষের বাঁধা কোথায়? তা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্যও এই বিভাগ খোলা প্রয়োজন বলে মনে করি। কর্তৃপক্ষ সঠিক ব্যবস্থা চিন্তা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ আনার্সসহ খুলবেন— এটাই সঙ্গত বলে আমরা আশা করছি।

—মোঃ জিল্লুর রহমান।